করোনা সতর্কতা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫ নির্দেশনা

প্রতিবেশী ভারতসহ কয়েকটি দেশে করোনার নতুন ধরন ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশেও সতর্কতা জোরদার করেছে সরকার। এমন অবস্থায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মানা নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক দেওয়া এক পোস্টে বলেন, করোনার নতুন উপধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয় মানার কথাও বলা হয়েছে।

সেগুলো হচ্ছে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া। এ ছাড়া, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং বাইরে বের হলে মাস্ক পরা। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি আশপাশে থাকে, তবে তার থেকে অন্তত তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা। অপরিষ্কার হাত দিয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা।

হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু অথবা কনুই দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায়ও বলা হয়েছে, দেশের আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলোতে থার্মাল স্ক্যানার ও ডিজিটাল থার্মোমিটারের মাধ্যমে আগত যাত্রীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই মজুদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গুরুতর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে আইইডিসিআরের হটলাইনে (০১৪০১-১৯৬২৯৩) যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

মেহেরপুর সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কট রয়েেছে এবং একই চিত্র সারা বাংলাদেশেরই। বিদ্যমান অবস্থায় সমন্বিত চেষ্টায় যাতে স্থানীয়রা ভালো চিকিৎসসেবা পান এ লক্ষ্যে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আমি চাই হাসপাতালে পরিবেশটা অন্ততপক্ষে সুন্দর থাক । কারণ হাসপাতালে পরিবেশ সুন্দর না থাকলে একজন রোগীর সাথে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, “সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ যেন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা পায়। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে হাসপাতালের পরিবেশ টা যেন সুন্দর থাকে এবং সুইপারদেরকে নিয়মিত দিনে একবার যেন আবর্জনা গুলো ফেলে দেয় সেগুলোর ব্যপারে কথা হয়েছে। তাহলে কিছুটা পরিবেশ সুন্দর হবে। এটি পৌরসভার কাজ এই হাসপাতালে মাত্র দুইজন সুইপার নিয়োজিত। এই দুইজনের পক্ষে এত বড় একটি হাসপাতাল পরিষ্কার করা সম্ভব না । আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এই সংকট দূর করা যায়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজটি চালিয়ে যেতে পারে সেটা যেন করে।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম, সিভিল সার্জন এ.কে.এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ডসমূহ, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র এবং রোগীদের অবস্থা ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেবার অভিজ্ঞতা জানেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেন।

মেহেরপুরে ল্যাব ও ক্লিনিক মালিক এসোসিয়েশনের নবগঠিত কমিটির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর জেলা ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিক মালিক এসোসিয়েশনের নবগঠিত কমিটির ১ম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শহরের হাসপাতাল বাজারে মাইক্রোপ্যাথ ল্যাবে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, নবগঠিত কমিটির সভাপতি ডা: আব্দুস সালাম। বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি (সদর) বিধান চন্দ্র নাথ, সহ-সাধারণ সম্পাদক (সদর) শাহিনুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক (গাংনী) হাফিজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, দপ্তর সম্পাদক আবু আক্তার করণ, সহ-দপ্তর সম্পাদক রাশেদ আবু জাফর, অর্থ সম্পাদক শিমুল, সহ-অর্থ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইমরান পারভেজ, প্রচার সম্পাদক মেহেদী হাসান সাগর, লাইসেন্স বিষয়ক সম্পাদক কামরুল ইসলাম।

সভায় বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রম আরও বেগবান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জেলার স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বচ্ছতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নানা অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদ ও তত্ত্বাবধায়কের অপসারণের দাবীতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা।

আজ সকাল ১১টার দিকে হাসপাতাল চত্ত্বরে এলাকাবাসী ও সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ, সাহেদ মাহমুদ, ক্রীড়াবিদ এ এস লিটন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মানববন্ধনে বক্তারা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের অপসারণ, ২৫০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগের দাবি জানান। এছাড়া দালাল চক্র নির্মূল ও রোগীদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও মানবিক চিকিৎসা পরিবেশ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, “এটা আমাদের জেলা সদর হাসপাতাল, অথচ এখানে চিকিৎসা পাওয়া যেন ভাগ্যের ব্যাপার। তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব পালনের বদলে নিজের সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।হাসপাতালে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বহিরাগত দালালদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেয়, যাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা, নাগরিক সমাজের সদস্য, রোগীর স্বজন ও মানবাধিকারকর্মীরা।

তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদানসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হরিণাকুণ্ডু প্রতিবন্ধী স্কুলে ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এনজিও পরিচালিত “মেঘলা আকাশ” প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানা উন্নয়ন সংস্থায় ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুই দিন ব্যাপী এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের প্রথম দিন (৪ মে) রবিবার সকাল ১০ টায় এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। হরিণাকুণ্ডুর লোহা পোট্টিতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে হাটি হাটি পা-পা করে শুরু হয়ে আজ শতাধিক শিক্ষার্থী ও দশ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়ে সুনামের সহিত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মেঘলা আকাশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানা উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক মাজেদা খাতুনের সভাপতিত্বে, ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পে সমাপনি দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামান।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা শিউলী রানী উপস্থিত থাকবেন।

দুই দিন ব্যাপী এই মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা দিচ্ছেন ফিজিওথেরাপি কনসালট্যান্ট ডাঃ মোঃ শামিম হোসেন, থেরাপী সহকারী উজ্জ্বল হোসেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের অডিওমেট্রিশিয়ান ঝংকার আলী। দুই দিনের ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসায় থাকছে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপী, স্পিচ

এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপী, স্টেক প্যারালাইসিস থেরাপী, মেরুদন্ড, কোমর, ঘাড়, হাড়ের ব্যাথার থেরাপী, হাত পা অবস হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, ঝিনঝিন করার থেরাপী।

এছাড়াও জানা গেছে, মেঘলা আকাশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজ নিতেই বিশেষ এই আয়োজন করা হয়েছে।

চিকিৎসকের ঘোষণায় মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বন্ধ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেডিকেল অফিসার ডা. মাহাবুব রহমান ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর তিনি নারী ও শিশু ওয়ার্ডের রাউন্ড ও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বহু রোগী বাধ্য হয়ে অন্যত্র চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, সকালে এইচডিইউ বিভাগে মুমূর্ষু অবস্থায় এক রোগী ভর্তি হন, যিনি কয়েকদিন আগেও একই বিভাগে ভর্তি ছিলেন। রাউন্ডের সময় ডা. মাহাবুব রোগীর পূর্বের ব্যবস্থাপত্র দেখতে চান। স্বজনরা তা দেখাতে না পারলে তিনি চিকিৎসা সেবা বন্ধের কথা বলেন এবং রুঢ় আচরণ করে চলে যান। এরপর রোগীর স্বজনরা এর কারণ জানতে চাইলে কথাকাটাকাটি হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডা. মাহাবুব তার হাসপাতালের ২২৪ নম্বর কক্ষে গিয়ে ঘোষণা দেন, নারী ও শিশু বিভাগের সকল চিকিৎসা সেবা বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নারী ও শিশু বিভাগের রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। হাসপাতালের নার্সরা শুধুমাত্র রুটিন চেকআপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রোগীর স্বজন মিজানুর রহমান বলেন, আমার স্ত্রী আজ সকালে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা

দেননি।

আরেক স্বজন সামিমা রহমান জানান, আমার মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সারাদিন চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। অনেকেই একইভাবে চলে গেছেন। আমরা ডা. মাহাবুবের চিকিৎসা সনদ বাতিলের দাবি জানাই।

এ বিষয়ে ডা. মাহাবুব বলেন, এইচডিইউ বিভাগে রোগীর স্বজনরা খারাপ আচরণ ও হুমকি দিয়েছে। তাই চিকিৎসা সেবা বন্ধ করেছি। আমি বিসিএস ক্যাডার; বাধ্য হয়ে রুগী দেখতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই।

তত্ত্বাবধায়ক শারমিন জাহান শায়লা আরও বলেন, নারী ও শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন ডা. মাহাবুব। তাঁর না দেখার কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। সব বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের এভাবে নজর দেওয়া ঠিক নয়। এতে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। সব বিষয়ে সাংবাদিকদের আসার দরকার নেই।

চিকিৎসকসহ নানা সঙ্কটে চলছে চিকিৎসা সেবা

চিকিৎসক, শয্যা, ঔষধসহ অন্যান্য জনবল সংকটে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। জেলার প্রায় ৮ লাখ জনবলের চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানটি নিজেই যেনো অসুস্থ। প্রতিদিনই ভীড় করছে রোগীর সংখ্যা।

তিল ধারণের ঠাই নেই এই হাসপাতালটিতে। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ প্রায় সকল ধরনের অপারেশন। গর্ভবতী মায়েদের সিজার করাতে হলেও যেতে হচ্ছে বিভিন্ন ক্লিনিকে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন রোগীরা। দ্রত সিজারিয়ার অপারেশন চালু করার দাবী ভুক্তভেগীদের।

এদিকে হাসপাতালে স্বেচ্ছা সেবক হিসেবে কর্মরতদের বিরুদ্ধে রয়েছে রোগীদের জিম্মি করে টাকা আদায়ের অভিযোগ। আয়াদের টাকা না দিলে দেয়া হয়না ছাড়পত্র। রান্না ঘরেও রয়েছে ময়লার গন্ধ আর মাছির

উপদ্রব। রোগীদের বেডের পাশেই ময়লার স্তুুপ। ময়লার স্তুপ থেকে মশা মাছি বসছে রোগীদের শরীরে আসন সংকটে বারান্দা বা মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের। জন্ডিস আক্রান্ত নবজাতক শিশূদের মশারি, কিংবা কাচের ঘরে আলাদা চিকিৎসা দেয়ার নিয়ম থাকলেও সাধারণ রোগীদের পাশেই দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা।

একদিনের সরেজমিনে দেখা গেছে এসব চিত্র। এতে শিশূদের স্বাস্থ্যঝুকি বাড়ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। তবে সকল সমস্যা সমাধান করে হাসপাতালটিতে সর্ব সাধারনের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবেন এমন প্রত্যাশা মেহেরপুরবাসীর। কর্তৃপক্ষ বলছেন, জনবল সংকটে চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশীম খাচ্ছেন তারা।

২০১৩ সালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালটি ১০০ শয্য থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নিত করা হলেও বাড়ানো হয়নি জনবল। প্রায় এক দশকেও বাড়েনি এই হাসপাতালটির কোনো সুযোগ সুবিধা। ২০১৯ সালে ৭২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যায়ে পাশেই ৬ তলা একটি ভবন তৈরীর কাজ শুরু হয়। পরে ভবনটি আরও ২ তালা বৃদ্ধি করা হয়। ভবনটি পুরো ৮ তলা প্রস্তুত হলেও এখন রয়েছে হস্তান্তর জটিলতা। অথচ, ২০২৩ সালের ১২ নভেম্বর হাসপাতালের ৮ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনটির উদ্বোধন করা হয়েছে। পুরাতন ভবনেই জায়গা সংকটে রোগীদের মেঝে কিম্বা বারন্দায় নিতে হচ্ছে চিকিৎসা সেবা।

এতে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে অবস্থার অবনতি হচ্ছে অনেকের। হাসপাতালটিতে আছে জনবল সংকট। হাসপালটিতে সার্জারি, এনেসথেটিস্ট, চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য মোট পদ রয়েছে ২৯৩ টি। এর মধ্যে শুন্য রয়েছে ৭৮ টি পদ। হাসপাতালটির সিনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন, শিশু, সার্জারি, কার্ডিওলজি, জুনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি, প্যাথলজি, চর্ম ও যৌণ চিকিৎসক, ডেন্টাল সার্জন, ৩ জন এনেসথেটিষ্ট, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, ২ জন হেলথ এডুকেটর, ২ জন অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, ২ জন ওয়ার্ড মাস্টার, ১ জন মেডিকেল স্টোর কিপার, পদগুলি শুণ্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এছাড়া হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ৭ মেডিকেল অফিসারের মধ্যে ৬ জন, ১১ জন মেডিকেল অফিসারের মধ্যে ১ জন, ২ জন আরএমও’র মধ্যে একজন, ২ জন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের মধ্যে ১ জন, ১১ জন স্টাফ নার্সের মধ্যে ৪ জন, ১ জন মেডিকেল রেকর্ড কিপার, ৫ জন সহকারি নার্সের মধ্যে ৪জন, ৩ জন গাড়ি চালকের মধ্যে ২ জন, ২৬ জন অফিস সহায়কের মধ্যে ২২ জন, ৪ জন ওয়ার্ড বয় এর মধ্যে ৩ জন, ৬ জন কুক এর মধ্যে ৫ জন, ৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মধ্যে ১ জন ও ২ টি মালির পদ দীর্ঘদিন যাবৎ

শুণ্য।

এদিকে হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত শয্যা সংখ্যা না থাকায় রোগীদের ঠাই মিলেছে বারান্দা। কেউ কেউ মেঝেতে বা শিঁড়ির নিছেই নিচ্ছেন চিকিৎসা। নিম্নমানের খাবারসহ ঔষধ না পাওয়ারও অভিযোগ রোগীদের। প্রায় ৪ মাস যাবৎ হাসপাতালটিতে বন্ধ রয়েছে নরমাল বা সিজারিয়ান ডেলিভারি। হাসপাতালটির অভ্যন্তেও রয়েছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। দুর্ঘন্ধময় থাকে পরিবেশ আর মশা মাছির সাথেই পড়ে থাকতে হয় রোগীদের। সেই সাথে রয়েছে হাসপাতালের আয়া নামক যন্ত্রণা। রোগীদের হাতের ক্যানোলা খুলতে ও ছাড়পত্র নেওয়ার সময় জোর করে ২ থেকে ৩ শ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রোগীদের। তাদের দাবীকৃত টাকা না দিতে পারলেও দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা বা অসাদাচারণ করা নিত্যনৈমত্যিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল সার্জন মোঃ ফজলুর রহমান বলেন, চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কটসহ নানা সমস্যায় চলছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল। যে কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছে তা দিয়ে কোন রকমে চিকিৎসা দেযা হচ্ছে। সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ থাকায় গর্ভবতী মায়েদের সিজার করা বন্ধ রয়েছে।

ফলে ওই সকল গর্ভববী মায়েরা বিভিন্ন ক্লিনিকে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ কেও অপারেশন করাচ্ছেন। তবে চিকিসক ও জনবল চেয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্ত।

মুজিবনগরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

“সুস্থ শুরু, আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৫ উদযাপন করেছে গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি।

সোমবার সকাল ১১টায় গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক র্যালি, আলোচনা

সভা, হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অফিস প্রাঙ্গন থেকে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক র্যালি বের করা হয়, যা সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবারো অফিস প্রাঙ্গণে ফিরে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সিডিসি সভাপতি জহিরুল ইসলাম, গুড নেইবারসের মেডিকেল অফিসার ডা. মেহেদী হাসান, ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উপজেলা ম্যানেজার সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন-এর ম্যানেজার জন অমৃত মন্ডল (লিটন) এবং হেলথ অফিসার আহসানুল হক।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, “প্রতিটি শিশুর সুস্থ জীবন শুরু মানেই ভবিষ্যৎ জাতির সুস্থতা। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।”

তারা আরও বলেন, “আমরা স্থানীয় জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, “এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—স্বাস্থ্য একটি মৌলিক অধিকার, যা নিশ্চিত করতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।”

গুড নেইবারস বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়, সংস্থাটি স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সুরক্ষা নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরে হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন

‘জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে পালিত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আয়োজনে সোমবার সকালে সিভিল সার্জন অফিসের সামনে থেকে এ উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেসময় সিভিল সার্জন ডা. মো: কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডা: সাথী সাহা, সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তারা বলেন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব।

আলোচনা সভায় বক্তারা আরও বলেন, স্বাস্থ্যখাতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সফল করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

মেহেরপুরে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাবে ৭০ হাজার ১৯৪

শিশু

এ বছর ৭০ হাজার ১৯৪ শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

আগামী শনিবার (১৫ মার্চ) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলার ৪৭৫টি কেন্দ্রে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) মেহেরপুর সিভিল সার্জন মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ।

ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, জেলার ৫৪টি ওয়ার্ডে এবার ৬-১১ মাস বয়সী ৮ হাজার ৬৭৪ শিশুকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল (১ লাখ ইউনিট) এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী ৬১ হাজার ৫২০ শিশুকে একটি করে নীল রঙের ক্যাপসুল (২ লাখ ইউনিট) খাওয়ানো হবে।

একই সঙ্গে শিশুকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোসহ পুষ্টি বার্তা প্রচার করা হবে। আর ৭৫৪ স্বেচ্ছাসেবক ও ১৯৯ স্বাস্থ্যকর্মী টিকা খাওয়ানোর কাজটি পরিচালনা করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১৫ মার্চ সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে স্থাপিত কেন্দ্রে শিশুকে ক্যাপসুল খাইয়ে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হবে। আরও জানান, জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

সম্মেলনে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার ইনজামামুল হক, টিকাদান সহকারী রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন পোর্টালের স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।